তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯০৮

**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর প্রতি জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির শ্রদ্ধা**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

ঐতিহাসিক ২৩ জুন, মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক তৎপরতায় দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথ বেয়ে অবশেষে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন তাই বাঙালি জাতির কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন, ঢাকার কে এম দাস লেনের ঐতিহ্যবাহী রোজ গার্ডেনে আত্মপ্রকাশ করে আওয়ামী লীগ। শুরু হয় এক অঙ্গীকারের যাত্রা। বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আওয়ামী লীগকে সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বায়ান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারি, ছেষট্টিতে বাঙালির মুক্তির সনদ স্বাধীকারের দাবিতে ছয় দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনে জয়লাভ করেও অধিকার বঞ্চিত বাঙালি একাত্তরে শোনে তাঁর বজ্রকণ্ঠ- এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বললেন, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। প্রতিরোধের সব ধাপ পেরিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছিলাম আমরা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরে এগিয়ে চলছে অঙ্গীকার পূরণের পথে। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে এগিয়ে যাচ্ছে সমৃদ্ধির ঠিকানায়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বদানকারী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই শুভক্ষণে জনসাধারণের সাথে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি।

#

নাসরীন/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২২৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯০৭

**বঙ্গবন্ধু নৈতিকতা ও আদর্শ নিয়ে সংগঠন করে মানুষের অকুন্ঠ ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন**

**-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ইসলামপুর, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী  ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ইসলামপুর উপজেলা শাখার সভাপতি  মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, নৈতিকতা ও আদর্শ নিয়ে সংগঠন  করতে পারলে  মানুষের ভালোবাসা অর্জন করা যায়। এর সফল দৃষ্টান্ত হলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রতিমন্ত্রী আজ গোয়ালের চর ইউনিয়নের ঐতিহাসিক দুলালখান চত্বরে,  (ইসলামপুর, জামালপুর) বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ৯নং  গোয়ালের চর  ইউনিয়ন শাখার বার্ষিক সম্মেলন-২০২১ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে  এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন,  বঙ্গবন্ধু নৈতিকতা ও আদর্শ নিয়ে সংগঠন  করেছিলেন বলেই মানুষের  অকুণ্ঠ ভালোবাসা পেয়েছিলেন। তিনি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করে দেশের ছাত্র-যুব সমাজের মাঝে নৈতিকতা ও আদর্শ নির্ভর রাজনীতির বীজ বপন করেছিলেন। জনগণের  মাঝে স্বাধীনতার স্বপ্ন বুনেছিলেন। পর্যায়ক্রমে বাঙালি জাতিকে তিনি স্বাধীনতা উপহার দিয়েছিলেন। তাই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ এদেশের তরুণ, ছাত্র, যুব সমাজকে দেশের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম হতে শিক্ষা নিয়ে নৈতিকতা ও আদর্শ নির্ভর  রাজনীতি করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মানুষের সেবা করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক  সংগঠন করতে হবে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইতিহাস এদেশের মানুষের কল্যাণে নিবেদিত সংগ্রামের  ইতিহাস। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এ সংগঠনের কর্মীরা নিজেদের দেশপ্রেম, শিক্ষা, চারিত্রিক উৎকর্ষ, বিনয় আর আদর্শ দিয়ে এদেশের মানুষকে সেবা করে যাবে। তবেই রাজনীতি করার লক্ষ্য সাধিত হবে।

ফরিদুল হক বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ইসলামপুর (জামালপুর) উপজেলার  মানুষের উন্নয়নে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাস, নানাবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ,  রাস্তাঘাট,  ব্রিজ-কালভার্ট করে দিয়েছেন। এ অঞ্চলের মানুষ জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে। শুধু তাই নয় তিনি সারা দেশে প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৬০ মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ৯ নং গোয়ালেরচর  ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মোঃ ইদ্রিস আলী মিলনের  সভাপতিত্বে সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ইসলামপুর  উপজেলা শাখার  সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুস সালাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক  ও ইসলামপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী বাবুল,  শাহাদাত হোসেন (স্বাধীন),  বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জামালপুর জেলা শাখার সভাপতি মোঃ নিহাদুল আলম নিহাদ, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মাকসুদ বিন জালাল (প্লাবন), ইসলামপুর উপজেলা  শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ আলহাজ মিয়া, সাধারণ সম্পাদক  নুরে আলম ইমরান প্রমুখ।

#

আনোয়ার/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২২২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯০৬

**এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত শিগগির**

**-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি  বলেছেন, ‘আমরা জানি এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে আছে।  আমরা এটা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করছি। আমরা খুব শিগ্‌গিরই সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দেবো। আর বেশি দিন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে হবে না। তিনি বলেন, ‘২০২০ সালে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছিল সেটার ফলাফল আমরা প্রকাশ করেছি। এইচএসসি বিকল্প পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করেছি।

শিক্ষামন্ত্রী  আজ ৪৩ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান  সংক্রান্ত এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী।

২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ মোট ১ হাজার ৭৮ কোটি ৯২ লাখ ৭৮ হাজার ১০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।  এর মধ্যে উপবৃত্তি বাবদ ২৯ হাজার ৩০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪২ লাখ ৮৪ হাজার ৯২৮ জন শিক্ষার্থীকে মোট ৮৮২ কোটি ৯৩ লাখ ৫০ হাজার ৬০০ টাকা প্রদান করা হয়।  এছাড়া শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বাবদ দেওয়া হয় ১৯৫ কোটি ৯৯ লাখ ২২ হাজার ৪১০ টাকা।

মন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় এই অর্থ ইএফটির মাধ্যমে সরাসরি শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে যাবে।'

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম খান। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসরীন আফরোজ, ট্রাস্ট ফান্ডের সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির স্কিম পরিচালক শরীফ মোর্তজা মামুন এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন। এতে দেশের চারটি উপজেলা থেকে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৬ জন শিক্ষার্থীও অংশ নেন।

#

খায়ের/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২১৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯০৫

**আজ মধ্যরাত থেকে ঢাকার সাথে সারা দেশের যাত্রীবাহী রেল যোগাযোগ বন্ধ**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচেনায় করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড ১৯)-এর সংক্রমণের বিস্তার রোধকল্পে সরকার গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর জেলাসমূহে সার্বিক কার্যাবলি এবং জনসাধারণের চলাচল ৩০ জুন মধ্যরাত পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করায় ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার লোকজনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে আজ ২২ জুন রাত ১২টা থেকে আগামী ৩০ জুন মধ্যরাত পর্যন্ত ঢাকার সাথে সারা দেশের যাত্রীবাহী রেল যোগাযোগ বন্ধ ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের যশোর এবং খুলনাগামী  সকল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

#

শরিফুল/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯০৪

**উদ্যোক্তারাই যে কোনো দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উদ্যোক্তারাই যে কোনো দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ও মূল চালিকাশক্তি উল্লেখ করে বলেন, বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশের স্টার্টাপরাই অর্থনীতিকে পরিচালনা ও সমৃদ্ধ করছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিইয়া (B'Yeah)র লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমউ "উদ্যোক্তার পাঠশালা" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন।

পলক বলেন, চাকরিপ্রার্থী না হয়ে চাকরি দাতা হওয়ার জন্য তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। তিনি বলেন, প্রতিবছর ২০-২৫ লাখ তরুণ, তরুণী কর্মজীবনে প্রবেশের উপযোগী হচ্ছে। তাদের প্রত্যেকের পক্ষে চাকরি পাওয়া সম্ভব নয় । কিন্তু নিজেরা চাকরিপ্রার্থী না হয়ে উদ্যোক্তা হয়ে যেন চাকরিদাতায় রূপান্তরিত হতে পারে সে লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত আইসিটি বিষয়কে বাধ্যতামূলক করেছে আওয়ামী লীগ সরকার।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি সেবাকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিতে ই-গভর্মেন্ট সার্ভিস চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রান্ত থেকে কেন্দ্র (বটম আপ অ্যাপ্রোচ) পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরু করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন।

সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ২০১০ সালে ভোলার প্রত্যন্ত অঞ্চল চর কুকরি-মুকরিতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) উদ্বোধন করা হয়। তিনি বলেন, ডিজিটাল সার্ভিস জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার মূল চালিকাশক্তি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোক্তাগণ। বর্তমানে ১৩ হাজারের বেশি নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে কাজ করছে। তাদের মাধ্যমে স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে, দুর্নীতি মুক্ত উপায় প্রতি মাসে ৬০ লাখ মানুষ কম্পিউটার ও ইন্টারনেট নির্ভর সকল সেবা পাচ্ছে বলে তিনি জানান।

প্রতিমন্ত্রী ইন্টারনেট জীবিকার মূল উপাদান উল্লেখ করে বলেন, সকলের জন্য স্বল্প মূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের ফলে জনগণ শিক্ষা-স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, বিনোদনসহ পৃথিবীর অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হাতের মুঠোয় পাচ্ছেন। দেশের সাড়ে ৬ লাখ ফ্রিল্যান্সার গ্রামে বসেই ব্যবসা এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছে। ফ্রিল্যান্সাররা বর্তমানে বছরে ৫ মিলিয়ন ডলার আয় করছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, উদ্যোগ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে শুধু অর্থায়ন ও বিনিয়োগই যথাযথ নয়। এক্ষেত্রে তাদের সফল উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে পুরো ট্রেনিং, ফান্ডিং, মেন্টরিং ও কোচিং এর মাধ্যমে পুরো ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া ডিজিটাল মার্কেটিং এর সাথে সম্পৃক্ত করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে তারা ভবিষ্যতে আরো সফলতা লাভ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিইয়া’র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন এবং বোর্ডের সদস্য আবদুল মুইদ চৌধুরী, প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক আশফাহ হক, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ মোঃ মফিজুর রহমান ও যুব বিজনেস ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অনিতা টাইসেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আনুষ্ঠানিকভাবে "উদ্যোক্তার পাঠশালা" উদ্বোধন করেন।

#

শহিদুল/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯০৩

**রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ।

আজ বঙ্গভবনে সাক্ষাৎকালে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়নে তাঁর সময়ে গৃহীত পদক্ষেপসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। তিনি দায়িত্ব পালনকালে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নে বিদায়ী সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন এবং সফলভাবে দায়িত্ব পালন করায় তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এসএম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব (সংযুক্ত) ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯০২

**সরকারি কর্মচারীদের দেশপ্রেম ও জনসেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে**

**-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশের উন্নয়নমুখী অগ্রযাত্রাকে আরো গতিশীল করতে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীকে দেশপ্রেম ও জনসেবার মানসিকতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়নে প্রণোদনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নে অভূতপূর্ব গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। এই উন্নয়নের পেছনে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে আরো গতিশীল ও টেকসই করতে সরকারী কর্মচারীদের দেশপ্রেম ও জনসেবার মানসিকতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষমাত্রা অর্জনে ব্যক্তিগত নৈপূণ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কর্মসম্পাদন চুক্তি শতভাগ সফল করতে ব্যক্তিগত দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। পাশাপাশি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে যেন এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় সেদিকেও সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ‘দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা’, ৮ম ‘পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা’, ‘রূপকল্প ২০৪১’, ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ সহ বিভিন্ন পরিকল্পণা গ্রহণ করেছে। এসব পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সিভিল সার্ভিসের সদস্যদেরকে সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার সাথে কাজ করতে হবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ সফলভাবে বাস্তবায়ন ও নির্ধারিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড প্রথম স্থান অধিকার করেছে। প্রতিমন্ত্রী এসময় প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক সত্যব্রত সাহার হাতে পুরস্কার হিসাবে সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট ও দশ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন।

#

শিবলী/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০২৮ ঘণ্টা

Handout Number: 2901

**NAM should initiate concrete actions for achieving**

**a lasting solution to the Palestinian crisis**

**-- Dr. A K Abdul Momen**

Dhaka, 22 June 2021 :

**“NAM should initiate concrete actions for achieving a lasting solution to the Palestinian crisis,”** emphasized Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen.

The Foreign Minister was addressing an extraordinary meeting of the NAM Committee on Palestine held today.

Recalling the unflinching support expressed by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman for the just struggle of the Palestinian people, the Foreign Minister reiterated Bangladesh’s solidarity and continued commitment in support of the inalienable rights of the Palestinians to self-determination, independence, statehood and sovereignty.

Dr. Momen expressed deep concern over the recent violation of ceasefire and indiscriminate attacks carried out by the Israeli forces on the innocent Palestinians. “Failure of the international community to resolve the Palestinian crisis has led to a protracted situation in the Middle East, ”Foreign Minister continued.

He called for immediate action to hold Israel accountable for its flagrant violations of international laws, norms and principles.

“NAM’s support to the ongoing investigation by the International Criminal Court is of utmost importance,” he added. He called upon NAM to redouble its efforts for a just, durable and peaceful solution of this long-lingering crisis.

At the same time, the Foreign Minister urged the Movement to ensure adequate assistance for meeting the urgent humanitarian needs of the Palestinians including their need for COVID-19 vaccines.

Dr. Momen participated in the Ministerial meeting of the NAM Committee on Palestine convened this afternoon. The Foreign Minister of Palestine, Foreign Ministers of Indonesia, Algeria, Cuba, Egypt, Zimbabwe, South Africa, Malaysia were among other Ministers who attended the event.

#

Tohidul/Pasha/Nice/Rafiqul/Rezaul/2021/2015 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯০০

**সরকার খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে কাজ করছে**

**-- খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সরকার খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে কাজ করছে বলে উল্লেখ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষ থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ‌‘বাংলাদেশ দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা খসড়া মনিটরিং রিপোর্ট ২০২১ পর্যালোচনা ও অনুমোদন সংক্রান্ত সভায়’ প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন সন্তোষজনক। ২০১৬ সাল থেকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় বছরে পাঁচ মাস ৫০ লাখ নিম্ন আয়ের মানুষকে ১০ টাকা কেজিতে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। করোনাকালে কর্সমূচির মেয়াদ ১ মাস বাড়ানো হয়। করোনা পরিস্থিতিতে দেশের দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের ৪২ লাখ মানুষের কাছে ১০ টাকা কেজিতে চাল বিতরণ করেছে সরকার। পরোক্ষভাবে যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, ভেজালমুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য ভোক্তা যাতে পায় সে লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল থেকে খাদ্য নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছাতে,বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুমের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফুড প্লানিং এন্ড মনিটরিং ইউনিটের মহাপরিচালক শহীদুজ্জামান ফারুকী। গবেষণা পরিচালক হাজিকুল ইসলাম ২০২১ সালের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। রিপোর্টের ওপর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান, ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ড. মেহরাব বখতিয়ার, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ললিতা ভট্টাচার্য, রবার্ট সিম্পসন,বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের  ড. মোহাম্মদ ইউনুস এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মেহের নিগার ও মি. কোয়েন  মতামত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ ভার্চুয়ালি সভায় যুক্ত ছিলেন।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা হলো বিভিন্ন খাতওয়ারি তহবিল সঞ্চালনের মাধ্যমে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা। সকল নাগরিকের জন্য নির্ভরযোগ্য ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা,নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের পর্যাপ্ত ও নিয়মিত সরবরাহ, বর্ধিত ক্রয় ক্ষমতা ও খাদ্য গ্রহণের সক্ষমতা এবং নারী ও শিশুদের পর্যাপ্ত পুষ্টির নিশ্চয়তাকে বিবেচনা করে সরকার কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা খাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা সিআইপি-১ (২০১১-২০১৫) প্রণনয়ন করে। সে ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সিআইপি-২ (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ফুড প্লানিং এন্ড মনিটরিং ইউনিট প্রতিবছর এ রিপোর্ট প্রকাশ করে।

#

কামাল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৯৯

**বিশিষ্ট প্রকাশক ও লেখক মহিউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউ পি এল) এর প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট প্রকাশক ও লেখক মহিউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। আজ এক শোকবার্তায় মন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোকবার্তায় মন্ত্রী জানান, প্রয়াত মহিউদ্দিন আহমেদ ২০১২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ' অসমাপ্ত আত্মজীবনী ' প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর লেখা ও প্রকাশনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ এবং প্রগতিশীলতাকে তুলে ধরেছেন যা পাঠকমহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে।

মরহুম মহিউদ্দিন আহমেদ তাঁর সৃজনশীলতা ও কর্মের মধ্য দিয়ে লেখক ও পাঠকমহলে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

#

বিবেকানন্দ/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৯৮

৫ লাখ পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প

**সকলের জন্য পুষ্টিসম্মত খাদ্য নিশ্চিতে সহায়ক হবে**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহামারি করোনাকালেও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। করোনায় খাদ্যসংকট মোকাবিলা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনতে ‘পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন’ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৪৩৮ কোটি টাকার এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৫ লাখ পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হবে। সফলভাবে এটি বাস্তবায়ন করতে পারলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পারিবারিক শাকসবজি ও পুষ্টিচাহিদা পূরণ হবে।

কৃষিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বিএআরসি মিলনায়তনে ‘অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন’ প্রকল্পের অবহিতকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে কঠিন তদারকির নির্দেশ দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর আমাদের মোট বাজেট ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা, সেখানে আজকে শুধু বাড়ির আঙিনায় পু্ষ্টিবাগান স্থাপনে ৪৩৮ কোটি টাকার প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রত্যেকটি টাকার হিসাব আমাদেরকে দিতে হবে। যে উদ্দেশ্যে এ প্রকল্প নেয়া হয়েছে তার কতটুকু অর্জন হলো তার গাণিতিক ও বাস্তবসম্মত হিসাব ও মূল্যায়ন করতে হবে। নির্বাচিত কৃষকেরা সবজি উৎপাদন করছে কি না, অন্যরা উৎসাহিত হচ্ছে কি না ও  উৎপাদিত সবজি খেয়ে তাদের পুষ্টিস্তরের উন্নতি হচ্ছে কি না- তার যথাযথ মূল্যায়ন রাখতে হবে।

এসময় মন্ত্রী জানান, প্রকল্প গ্রহণের আগে গত বছর দেশব্যাপী ৪ হাজার ৪৩১টি ইউনিয়নে ৩৭ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রায় ১ লাখ ৪১ হাজার পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ৪৩৮ কোটি টাকার ‘অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন’ প্রকল্পটি এ বছরের মার্চে একনেকে অনুমোদিত হয়। তিন বছর মেয়াদি প্রকল্পটি বাংলাদেশের সকল উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের উপস্থাপনায় জানান হয়, বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি ৫৩ লাখ বসতবাড়ি রয়েছে। এসকল বসতবাড়ির অধিকাংশ জায়গা অব্যবহৃত ও পতিত পড়ে থাকে। কিছু বসতবাড়িতে অপরিকল্পিতভাবে শাকসবজি আবাদ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেকটি ইউনিয়ন এবং পৌরসভার বসতবাড়ির অব্যবহৃত জমিতে ১০০টি করে অর্থাৎ মোট ৪ লাখ ৮৮ হাজার সবজি, ফল ও মসলা জাতীয় ফসলের পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হবে। বসতবাড়ির স্যাঁতসেঁতে জমিতে কচুজাতীয় সবজির প্রদর্শনীও স্থাপন করা হবে।

এছাড়া, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য ১০০টি কমিউনিটি বেইজড ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন পিট স্থাপন করা হবে। উৎপাদিত ভার্মিকম্পোস্ট নিরাপদ ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে এবং গ্রামীণ কৃষক-কৃষাণীদের আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে। এছাড়া, কৃষক-কৃষাণীদের প্রশিক্ষণ ও কৃষক গ্রুপ পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান করা হবে।

ইতোমধ্যে, এ প্রকল্পের আওতায় সবজি সংরক্ষণের জন্য ক্ষুদ্র আকারে দেশজ পদ্ধতির বিদ্যুৎবিহীন ৬৪টি কুল চেম্বার স্থাপন করা হয়েছে।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মো: রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ড. মো: আব্দুর রৌফ, বিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো: বখতিয়ার বক্তব্য রাখেন। প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরেন প্রকল্প পরিচালক মো: মাইদুর রহমান।

#

কামরুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৯৭

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৫ হাজার ২৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৪ হাজার ৮৪৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮ লাখ ৬১ হাজার ১৫০ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৬জন-সহ এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৭০২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৮৮ হাজার ৩৮৫ জন।

#

দলিল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৯৬

**সচেতনতা বৃদ্ধি ও সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু রোধ করতে হবে**

**-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

‘বিশ্বে শিশু মৃত্যুর একটি অন্যতম প্রধান কারণ পানিতে ডুবে শিশুদের মৃত্যু। উন্নত দেশগুলো এই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে আনতে পারলেও উন্নয়নশীল দেশেগুলোতে উচ্চ হারে পানিতে ডুবে শিশুদের মৃত্যু হচ্ছে। বাংলাদেশেও প্রতি বছর অনেক শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়। যা শিশুর সুরক্ষার ক্ষেত্রে বড় বাধা। প্রশিক্ষণ প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি, সম্মিলিত উদ্যোগ ও সঠিক কর্মপরিকিল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে ‘গণসাক্ষরতা অভিযান’ আয়োজিত ‘পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধ’ শীর্ষক জাতীয় ভার্চুয়াল মতবিনিময়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধ বিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। গৃহীত প্রস্তাবে পানিতে ডুবে মৃত্যুকে একটি নীরব মহামারি হিসেব স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছরের ২৫ জুলাই বিশ্বব্যাপী পানিতে ডুবে মৃত্যুরোধ দিবস পালিত হবে। জাতিসংঘের এ প্রস্তাব পাসের পর এই শিশু মৃত্যু রোধে বাংলাদেশের দায়িত্বও অনেক বেড়ে গেছে।

সাবেক উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরীর সভাপতিত্বে ওয়েবনিয়ারে আরো উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য ফজলে হাসান বাদশা, ড. মনজুর আহমদ, সেলিনা হোসেন এবং  বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ঘোষণার ১৫ বছর পূর্বে জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন, শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুর উন্নয়ন, সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্টায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সভায় দেওয়া তথ্য উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এখানে উপস্থাপন করা হলো, দেশে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫০ জন শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়। যদি এই তথ্য সঠিক হয়ে থাকে, তা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক। আমি মনে করি, সকলের প্রচেষ্টা ও সতেনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু রোধ করা সম্ভব**’**। তিনি আরো বলেন, এ মন্ত্রণালয় শিশুদের সুরক্ষায় সাঁতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছে। শিশুর জীবন সুরক্ষায় সাঁতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৩ লাখ শিশুকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং আরো ২ লাখ ৮০ হাজার শিশুর প্রশিক্ষণ চলমান আছে। শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ বিষয়ে একটি প্রকল্প প্রণয়নের কাজও চলমান আছে।

অনুষ্ঠানের সহযোগী সংগঠন হিসেবে আরো ছিল বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক, সিআইপিআরবি ও যুক্তরাষ্ট্রের দাতা সংস্থা গ্লোবাল হেলথ ইনকিউবেটর।

#

আলমগীর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৯৫

**একনেক-এ ১০টি প্রকল্প অনুমোদন; ব্যয় প্রায় ৪ হাজার ১২৬ কোটি টাকা**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহি কমিটি (একনেক) প্রায় ৪ হাজার ১৬৬ কোটি ৬১ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ১০টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৪ হাজার ১২৫ কোটি ৮২ লাখ টাকা, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৪০ কোটি ৭৯ লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ গণভবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দু’টি প্রকল্প যথাক্রমে ‘নোয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন ক্ষতিগ্রস্ত কবিরহাট-ছমির মুন্সীরহাট-সোনাইমুড়ী সড়ক (জেড-১৪১০) এবং সেনবাগ-বেগমগঞ্জ গ্যাসফিল্ড-সোনাইমুড়ী সড়ক (জেড-১৪৪৬) উন্নয়ন’ প্রকল্প এবং ‘সাপোর্ট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর সড়ক (ঢাকা বাইপাস) পিপিপি (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের চারটি প্রকল্প যথাক্রমে ‘গাজীপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন’ প্রকল্প; ‘গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ জেলা টাঙ্গাইল’ প্রকল্প; ‘গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকার নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন’ প্রকল্প এবং ‘গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বাস-ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের নিমিত্তে জমি অধিগ্রহণ’ প্রকল্প; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুটি প্রকল্প যথাক্রমে ‘বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্‌ এর উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প এবং ‘বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্‌ এর উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)’ প্রকল্প; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ‘সম্পূর্ণ বৃক্ষে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন’ প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মান’ প্রকল্প।

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান; কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ; স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম; শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক; বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক; পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদুর/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আসমা/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৯৪

**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৩ জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংগঠনের সকল নেতা-কর্মী, সমর্থক ও শুভার্থীসহ দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে; স্মরণ করছি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক সামসুল হকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে; শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদগণসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের; যাঁদের আত্মত্যাগ/আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি এবং আওয়ামী লীগ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের গণমানুষের প্রাণের সংগঠন।

পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বাঙালি মুক্তি এবং ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঢাকার রোজ গার্ডেনে ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ শে জুন এক সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল অসাম্প্রদায়িকতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন, রাষ্ট্র পরিচালনায় জনমতের প্রতিফলন নিশ্চিত করা, বিশ্বের মুসলমানদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব জোরদার এবং বিশ্বশান্তির পথকে প্রশস্ত করা। কারাবন্দি অবস্থায় তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব নবগঠিত সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সাংগঠনিক তৎপরতার জন্য ১৯৫৩ সালের নভেম্বরে দ্বিতীয় সম্মেলনেই তাঁকে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এরপর শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রজ্ঞা, শ্রম, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও অবিচল আদর্শকে কাজে লাগিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের প্রশ্নে হয়ে ওঠেন একজন অবিসংবাদিত নেতা। হাজার বছরের শাসন-শোষণের ইতিহাস মুছে ফেলে বাঙালি জাতির চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগঠনটিকে প্রস্তুত করতে শেখ মুজিবকে যেমন অসংখ্য চড়াই-উৎড়াই পাড়ি দিতে হয়েছে, তেমনি তাঁর ব্যক্তি-জীবনকেও বিসর্জন দিতে হয়েছে। কিন্তু, কালের পরিক্রমায় তিনি হয়ে উঠেছেন- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বঙ্গবন্ধু এবং বাঙালির জাতির পিতা।

মাতৃভাষা বাংলা’র মর্যাদা রক্ষা থেকে শুরু করে আজ অবধি বাঙালিদের সকল অর্জন এবং বাংলাদেশের সকল উন্নয়নের মূলেই রয়েছে আওয়ামী লীগের অবদান। শেখ মুজিব ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। জন্মলগ্ন থেকেই সংগঠনটি ভাষা-শিক্ষা’র অধিকার, বাঙালির স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’- দাবিতে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ সচিবালয়ের ১ নং গেইট থেকে পিকেটিং করার সময় শেখ মুজিব গ্রেফতার হন। তাঁর পরামর্শে ’৫২-এর ২১ শে ফেব্রুয়ারি ‘ভাষা দিবস’ সমর্থনে ধর্মঘট আহ্বান ও ১৪৪-ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত এবং কারান্তরীণ অবস্থায় অনশন ঘোষণা ভাষা আন্দোলনের লক্ষ্য অর্জনকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ ২১-দফা ইশতেহারের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে এবং মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু, পাকিস্তানের গভর্ণর ৯২(ক) ধারা জারি করে সে মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করে। সেই সময় শেখ মুজিব সারাদেশ ঘুরে মহুকুমা ও থানা পর্যায়ে দলীয় কর্মীবাহিনীকে নিয়োজিত করে পূর্ব-বাংলায় বিরাজমান তীব্র খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করেন। মাত্র দু’বছরের কম সময়েই সরকার জনকল্যাণকর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়, পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসন এবং যুক্ত নির্বাচন আইন গণপরিষদে পাশ করাসহ ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক শাসন জারির ফলে বাংলার মুক্তিকামী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ বাধাগ্রস্ত হয়। যদিও পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী নানাবিধ আইন প্রণয়ন করে এতদাঞ্চলের রাজনীতিকে নাজেহাল করতে থাকে, তবুও আওয়ামী লীগ হাল ছেড়ে দেয়নি। দৃঢ়-প্রত্যয়ী নেতা শেখ মুজিব তৃণমূল পর্যন্ত দলের সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে মনোনিবেশ করেন।

চলমান পাতা/২

-২-

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই ‘৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, ‘৬৪-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ, ‘৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি মুক্তির সনদ রচনা এবং ’৬৯-এর গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরশাসন অবসানের প্রতিশ্রুতি অর্জন দলটিকে মুক্তিকামী মানুষের আশ্রয়স্থলে পরিণত করে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বের জন্য আওয়ামী লীগকে ‘৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব-বাংলার মানুষ তাদের মুক্তির ম্যান্ডেট দিয়েছিল। জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে দলটি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক জান্তা জনগণের এ রায়কে উপেক্ষা করে, শুরু করে প্রহসন। ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সকল সংসদ সদস্য ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের শপথ গ্রহণ করেন। জাতির পিতা ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করেন ‘....এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধন শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ২৬-এ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর পরপরই জান্তা সরকার জাতির পিতাকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের নির্জন কারাগারে প্রেরণ করে। তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণশক্তি। তাঁর অবিচল নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করে। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় এ সরকার শপথ গ্রহণ করে, এবং সেদিন এ স্থানটির নাম মুজিবনগর রাখা হয়। মুজিবনগর সরকারের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর পাকিস্তানি বাহিনী মেহেরপুর দখল করে। ফলে, অস্থায়ী সরকার ভারতে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে কার্যক্রম চালাতে থাকে। ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ১২ই জানুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রী’র দায়িত্ব গ্রহণ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধানে আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে পুনরায় সরকার গঠন করে। জাতির পিতার আহ্বানে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বন্ধু দেশসমূহ দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এবং মাত্র সাড়ে তিন বছরেই স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে ‘৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। বিদেশে থাকায় আমি এবং আমার বোন শেখ রেহানা প্রাণে বেঁচে যাই। ২৬ সেপ্টেম্বর দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করে এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করে। ৩রা নভেম্বর কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে। মোস্তাক-জিয়া চক্র খুনিদের বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। তারা মার্শাল ল’ জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে পাকিস্তানি কায়দায় দেশ শাসন করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করে। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। বিদেশে থাকা অবস্থায় ‘৮১ সালের ১৩-১৫ই ফেব্রুয়ারি সম্মেলনে আমাকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করে। প্রায় ৬ বছর রিফিউজি জীবন শেষে ‘৮১ সালের ১৭ই মে আমি দেশে ফিরে এসে দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করি, সারা দেশে প্রান্তিক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা চিত্র স্বচক্ষে অবলোকন করি এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করি ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন সংগঠিত করি।

আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে স্বৈরাচারী ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে পরাজিত করে সরকার গঠন করে। একই বছরে ১২ই নভেম্বর ‘দায়মুক্ত অধ্যাদেশ বাতিল আইন, ১৯৯৬’ সংসদে পাশ করে। এর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুরু হয়। আমরা দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনীতি ও অবকাঠামো উন্নয়ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করি। আমরা আইনের শাসন ও মানবাধিকার   
প্রতিষ্ঠা করি, পার্বত্য শান্তি চুক্তি ও গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তি সম্পাদন করি এবং ‘৯৮-এর মহাদুর্যোগ বন্যা মোকাবিলা করি। ২০০১-২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে দেশ উন্নয়নের সকল মাপকাঠিতেই পশ্চাদপসরণ করে।

চলমান পাতা/৩

-৩-

দেশ হয়ে ওঠে - দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়্ন, জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদের স্বর্গরাজ্য, এবং পুনরায় গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে। অতঃপর, সকল ষড়যন্ত্রের নাগপাশ ছিন্ন করে আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ‘দিন বদলের সনদ’ ঘোষণা দিয়ে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে এবং সেই থেকে পরপর তিনদফা নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে। আমাদের সরকার জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচারের রায় কার্যকর করেছে। ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছে। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে, ফলে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ হয়েছে।

গত সাড়ে বারো বছরে আমরা উন্নয়নের সকল সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছি। অর্থনৈতিক অগ্রগতির মানদন্ডে বিশ্বের প্রথম ৫টি দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছি। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। আমরা দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে এনেছি। মাথাপিছু আয় ২,২২৭ মার্কিন ডলারে উন্নীত করেছি। আমাদের মানুষের গড় আয়ু ৭৩ বছর। ৯৯ শতাংশ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধা দিচ্ছি। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল ও এক্সপ্রেসওয়ে এবং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সড়ক, রেল, বিমান ও নৌ/সমুদ্র যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিক করেছি। দেশকে আমরা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এ রূপান্তরিত করেছি। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ কোটি ছাড়িয়েছে। বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশিতে স্বার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি। রূপকল্প-২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছি। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আমরা ২০২০-২১ সময়ে ‘মুজিববর্ষ’ উদযাপন করছি। ১৭-২৬ মার্চ ২০২১ আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছি। সেখানে বিশ্বনেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মুজিববর্ষে আমরা অঙ্গীকার করেছি কেউ গৃহহীন থাকবে না। শহরের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে দেব। আমরা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করে যাচ্ছি। ২০৩০ সালের মধ্যে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’ অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা- দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ গ্রহণ করেছি।

বৈরী কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় আমি ৩১ দফা নির্দেশনা দিয়েছি, ক্রান্তিকাল উত্তরণে ডাক্তার-নার্স-টেকনিশিয়ান নিয়োগ করেছি। আমরা সরকারিভাবে ২৩টি প্যাকেজের আওতায় ১ লাখ ২৮ হাজার ৪৪১ কোটি টাকার প্রণোদনা দিয়েছি। ফলে, মহামারি পরিস্থিতিতেও ৫.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে করোনাকালে ২ কোটির অধিক লোককে খাদ্য সহায়তা, ১৫ কোটির অধিক নগদ অর্থ সহয়তাসহ অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর/সিলিন্ডার/ভেন্টিলেটর/হাই-ফ্লো ন্যাসাল ক্যানুলা ও সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করেছি। দলের পক্ষ থেকে গত রমজান পর্যাপ্ত ইফতার সামগ্রী ও ঈদ উপহার প্রদান করেছি। আওয়ামী লীগই একমাত্র দল যারা এই মহাদুর্যোগের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে আমাদের সকল নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা শত প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে আজ অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে। আওয়ামী লীগের লক্ষ্যই হলো দেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ এবং বাঙালিদের বিশ্বের বুকে একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দলের মধ্যে শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো ও গণতন্ত্রের চর্চা অটুট থাকলে ‘কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না’।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। সেই সঙ্গে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি পালন করে অথবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি পালন করার আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আসমা/২০২১/১৪৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৯৩

৭ জেলায় চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

**কয়েকটি রুটে ট্রেন বন্ধ**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচেনায় করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড ১৯)-এর সংক্রমণের বিস্তার রোধকল্পে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ জেলায় সার্বিক চলাচলে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করায় আজ সকাল ৬টা হতে আগামী ৩০ জুন মধ্যরাত পর্যন্ত ঢাকা-গাজীপুর এর মধ্যে চলাচলরত তুরাগ এক্সপ্রেস ও কালিয়াকৈর কমিউটার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। গাজীপুরের মধ্যে অবস্থিত সকল স্টপেজ সাময়িক নিষেধাজ্ঞা থাকা পর্যন্ত বাতিল থাকবে, আন্ত:নগর ট্রেনসমূহ থামবে না।

গোপালগঞ্জ-রাজশাহীর মধ্যে চলাচলকারি টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস, খুলনা-রাজবাড়ীর মধ্যে চলাচলকারি নকশীকাঁথা এক্সপ্রেস এবং রাজবাড়ী-ভাঙ্গা-রাজবাড়ীর মধ্যে চলাচলকারি রাজবাড়ী এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া খুলনাগামী চলাচলকারি সকল যাত্রীবাহী ট্রেন যশোর পর্যন্ত চলাচল করবে।

এ সিদ্ধান্তসমূহ আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত অথবা সংশ্লিষ্ট জেলায় সার্বিক নিষেধাজ্ঞা থাকা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

#

শরিফুল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/কুতুব/২০২১/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮৯২

**আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৩ জুন আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস, ২০২১ উপলক্ষ্যে আমি প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীকে আন্তরিক   
শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৩ সাল থেকে প্রতিবছর ২৩ জুন বিশ্বব্যাপী ‘পাবলিক সার্ভিস ডে’ উদযাপিত হয়ে আসছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কাজের স্বীকৃতি প্রদানসহ একটি সেবামুখী, জবাবদিহিমূলক, জনবান্ধব আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এ দিবসের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সরকার সিভিল সার্ভিসকে জনবান্ধব ও জনকল্যাণমুখী করতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি, যথাসময়ে পদোন্নতি, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূরীকরণ, বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধিসহ নানামুখী উদ্যোগের ফলে জনপ্রশাসন এখন আরো বেশি গতিশীল ও জনমুখী হয়েছে। জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই সিভিল সার্ভিস সদস্যদের মূল দায়িত্ব। জনসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণ ও সহজতর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত নতুন প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় জনপ্রশাসন নাগরিক সেবামুখী ও সৃজনশীল উদ্ভাবন-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীগণের আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

কোভিড-১৯ আজ বিশ্বকে এক ভয়াবহ বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। আমাদের দেশেও এর প্রভাব পড়েছে। সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত কর্মচারীরা সময়োপযোগী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বৈশ্বিক এ মহামারি নিয়েন্ত্রণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের এসকল কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন সাফল্যসূচক স্পর্শ করেছে। দারিদ্র্য নিরসন, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা, দুর্যোগ মোকাবিলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা অসামান্য সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি, নিম্ন আয়ের দেশ হতে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে ‍উন্নীত হয়েছি। আমার বিশ্বাস ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পৌঁছাতে পারবে।

আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উদযাপন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনপ্রশাসনের পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের উন্নয়ন ও নাগরিক সেবামুখী কার্যক্রমে তা প্রতিফলিত করার প্রয়াসকে অব্যাহত রাখবে। এ দিবসটি গণকর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি এবং একটি সময়োপযোগী, দক্ষ, প্রশিক্ষিত, সৃজনশীল ও গতিশীল জনপ্রশাসনের মাধ্যমে দেশের সকল স্তরে সুশাসন নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে সরকার ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সকল কর্মচারী দায়িত্ব পালনে অধিকতর আন্তরিক হবেন। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ, আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবসে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করি।

‘আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস’ সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আসমা/২০২১/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৯১

**আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৩ জুন আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সকল কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াসহ সরকার গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে দক্ষ, গতিশীল, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসনের ভূমিকা অপরিহার্য। বর্তমানে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশও কোভিড মহামারির সঙ্গে যুদ্ধ করছে। কোভিড-১৯ মহামারি জীবন সংহারের পাশাপাশি মানুষের জীবন ও জীবিকাকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মহামারি পরিস্থিতির মাঝেও দেশের গণকর্মচারীগণ বিভিন্ন খাতে তাদের সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন, যা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। প্রজাতন্ত্রের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী গণকর্মচারীদের আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। সম্মুখসারির কর্মচারীসহ সকল সরকারি কর্মচারী অনন্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিচারব্যবস্থাসহ সকল খাতে উদ্ভাবনীমূলক ও প্রযুক্তি-নির্ভর সেবা প্রদানের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার ওপর কোভিডের প্রভাব নিম্নতম পর্যায়ে রাখতে ইতিবাচক অবদান রেখেছেন। দেশের কৃষি এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পসহ সার্বিক অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য সরকারের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনাতে সরকারি কর্মচারীগণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। আমি কোভিড মহামারির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারি কর্মচারীদের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনগণের চাহিদা ও সেবার ধরন অনুযায়ী যুগোপযোগী ও প্রযুক্তিনির্ভর সেবা প্রদান নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

কোভিড-১৯ আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতিতে জনসেবা প্রদানে অধিকতর সহনশীল, কার্যকরী ও সংবেনদশীল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যথাযথ নীতি-কৌশল প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, অবকাঠামো উন্নয়ন, কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার ভবিষ্যতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কোভিড-১৯-এর বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে রূপকল্প-২০৪১ এবং এসডিজি-২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ সততা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন - এ প্রত্যাশা করি।

আমি আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আসমা/২০২১/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৯০

**মুজিববর্ষে নেত্রকোণার ‘দক্ষিণ বিশিউড়া’ ও শরীয়তপুরের ‘হালইসার’ গ্রামকে ‘মৎস্য গ্রাম’ ঘোষণা**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার ‘দক্ষিণ বিশিউড়া’ ও শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার ‘হালইসার’ গ্রামকে ‘মৎস্য গ্রাম’ ঘোষণা করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় গতকাল এ ঘোষণা সংক্রান্ত পত্র জারি করেছে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তর। বর্তমান সরকারের বিশেষ কর্মসূচি ‘আমার গ্রাম, আমার শহর’ বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তরের ‘মৎস্য গ্রাম’ কার্যক্রম মূলত সমৃদ্ধ গ্রাম গড়ে তোলার উদ্যোগ।

এ কার্যক্রমের আওতায় গ্রামাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন, মৎস্য চাষ, কৃষিনির্ভর শিল্প, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষির বহুমুখীকরণ ও বাজার ব্যবস্থাপনাসহ নানারকম সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও জীবনমান উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

গ্রাম দুটিতে মৎস্য অধিদপ্তর ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-গ্রামের সকল পুকুর ও দিঘীতে বিজ্ঞানসম্মত মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণ, মাছ চাষিদের দল গঠন, প্রশিক্ষণ ও প্যাকেজভিত্তিক পুকুরে মাছ চাষ প্রদর্শনী, জেলেদের দল গঠন, প্রশিক্ষণ, বিকল্প কর্মসংস্থান ও ঋণ সহায়তা প্রদান, উন্মুক্ত জলাশয় তথা বিল ও প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা দল গঠন, বিল নার্সারি স্থাপন ও পোনা অবমুক্তকরণ, জলাশয় সংস্কার ও মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন এবং কমিউনিটি সঞ্চয় দল গঠনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন। এছাড়া গ্রাম দুটিতে সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সহায়তায় যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা হলো, গভীর নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, যানবাহন চলাচল উপযোগী রাস্তা নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ, সুফলভোগীদের হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রামের অধিবাসীদের সন্তানদের শতভাগ শিক্ষা কর্মসূচি নিশ্চিতকরণ ও অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ।

উল্লেখ্য, ‘মৎস্য গ্রাম’ হবে একটি আদর্শ গ্রাম যে গ্রামের সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং অর্জিত সাফল্য অন্যান্য গ্রামের জন্য অনুকরণীয় হবে।

#

ইফতেখার/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/কুতুব/২০২১/১২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৮৯

**আজ সকাল ৬টা থেকে ঢাকা হতে যাত্রীবাহী নৌযান চলাচল বন্ধ**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

আজ সকাল ৬ টা হতে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী ও গোপালগঞ্জ এ ৭টি  জেলার নৌচলাচলাসহ ঢাকা থেকে সারাদেশে নৌচলাচল বন্ধ থাকবে। এ সময় সকল ধরনের যাত্রীবাহী নৌযান (লঞ্চ/স্পিডবোট/ট্রলার/অন্যান্য) চলাচল বন্ধ থাকবে। পণ্য পরিবহণ এবং জরুরি সেবা প্রদানকারী নৌযানের ক্ষেত্রে এই আদেশ কার্যকর হবে না।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধি প্রতিরোধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) গতকাল এ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী যাত্রীবাহী নৌযানের মালিক, মাস্টার, ড্রাইভার, স্টাফ, যাত্রীসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উক্ত নির্দেশনা মেনে চলতে বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে। আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৪০ ঘণ্টা